পরিত্রাণ আসে একমাত্র ঈসা মসিহকে ইবনুল্লাহ হিসেবে ঈমান আনার মাধ্যমে।

প্রত্যেককে অবশ্যই ঈমান আনতে হবে ঈসা নিজেকে নিয়ে যা বলেছেন:

- ইউহোন্না ১৪:৬ ঈসা তাকে বললেন, “আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে আসে না।

কোনো নবী, কোনো সাধারণ মানুষ, এমনকি কোনো ফেরেশতাও এমন সত্য ঘোষণা করতে পারতেন না। যদি কোনো সাধারণ মানুষ এমন বিবৃতি দিত, তবে তা হতো আল্লাহ নিন্দা **(blasphemy)**!

ঈসা প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ আল্লাহ এবং পূর্ণ মানুষ। যখন ইবনুল্লাহ কুমারীর গর্ভে জন্ম নিয়ে মানুষ হিসেবে তাঁর সৃষ্টিতে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি তাঁর নিখুঁত দেবত্বের সাথে নিখুঁত মানবতাকে যুক্ত করলেন। তিনি এটা করেছিলেন কেবল তাঁর মানব সৃষ্টির কাছে আল্লাহকে ঘোষণা করার জন্য নয়, বরং যারা তাঁকে ইবনুল্লাহ হিসাবে ঈমান আনবে এবং ভরসা করবে, তাদের সকলের গুনাহের জন্য নিখুঁত কোরবানি হিসেবে নিজের জীবন উৎসর্গ করার জন্যও।

- ইউহোন্না ১:১৮ আল্লাহকে কেউ কোনোদিন দেখেনি; কিন্তু পিতার কোলে অবস্থানকারী সেই একজাত পুত্র **[**ঈসা**]** তাঁকে প্রকাশ করেছেন।

- ইউহোন্না ১০:৩০ **[**ঈসা বললেন**]** "আমি ও আমার পিতা এক।"

ঈসা এমন কথা বলেছেন এবং এমন কাজ করেছেন যা কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। তিনি এটি করেছিলেন ইবনুল্লাহ হিসেবে তাঁর পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং ঈসা যে "কেবল আরেকজন নবী" - এই বিষয়ে কোনো বিভ্রান্তির সুযোগ রাখেননি।

- ইউহোন্না ১৪:১০-১১ **[**ঈসা বললেন**]** "তুমি কি ঈমান আন না যে আমি পিতার মধ্যে আছি, এবং পিতা আমার মধ্যে আছেন? আমি তোমাদের কাছে যে কথা বলি, তা নিজের ক্ষমতায় বলি না; কিন্তু পিতা যিনি আমার মধ্যে থাকেন, তিনি সেই কাজগুলি করেন। আমাকে ঈমান আন যে আমি পিতার মধ্যে আছি, এবং পিতা আমার মধ্যে আছেন; অথবা এই কাজগুলির জন্য হলেও আমাকে ঈমান আন।

- ইউহোন্না ১০:২৪-২৬ তখন ইহুদিরা তাঁকে ঘিরে ধরল এবং বলল, “আর কতকাল আমাদের সন্দেহপূর্ণ অবস্থায় রাখবে? তুমি যদি মসিহ হও, তবে স্পষ্ট করে বল।” ঈসা তাদের উত্তর দিলেন, “আমি তোমাদের বলেছি, কিন্তু তোমরা ঈমান আন না। আমার পিতার নামে আমি যে কাজগুলি করি, সেগুলিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু তোমরা ঈমান আন না, কারণ তোমরা আমার ভেড়ার দলের নও, যেমন আমি তোমাদের বলেছি।

- ইউহোন্না ১৭:২০-২২ **[**ঈসা বললেন**]** “আমি কেবল এদের জন্যই মোনাজাত করি না, কিন্তু যারা এদের কথার দ্বারা আমার উপর ঈমান আনবে, তাদের জন্যও করি; যেন তারা সকলে এক হয়, যেমন তুমি, পিতা, আমার মধ্যে আছ এবং আমি তোমার মধ্যে আছি; যেন তারাও আমাদের মধ্যে এক হয়, যাতে জগৎ ঈমান আনে যে তুমি আমাকে পাঠিয়েছ। আর তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়েছ, তা আমি তাদের দিয়েছি, যেন তারা এক হয়, যেমন আমরা এক:

ঈসা হলেন অনন্য আল্লাহ-মানব। মানব ইতিহাসের অন্যান্য সকল নবীই ছিলেন কেবল মানুষ। আল্লাহের কাছ থেকে প্রেরিত নবীগণ চমৎকার মানুষ ছিলেন, কিন্তু মানবজাতির অন্য সকলের মতোই তারাও গুনাহের দোষে দোষী ছিলেন।

ঈসা ছিলেন নিষ্গুনাহ এবং তাই তিনি নিখুঁত কোরবানি হওয়ার জন্য যোগ্য ছিলেন ত্রুটিহীন বা গুনাহহীন এবং আমাদের গুনাহের জন্য বিকল্প হিসাবে আমাদের জায়গায় মৃত্যু গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান পবিত্র আল্লাহকে আমাদের গুনাহ ক্ষমা করার সুযোগ দেয় এবং যারা ঈসাকে ঈমান আনে ও তাঁর ওপর ভরসা করে, তাদের ওপর ঈসার নিখুঁত ধার্মিকতা অর্পণ করার সুযোগ দেয়, যাতে আমরা চিরকাল নিখুঁত পবিত্র আল্লাহের সাথে বেহেস্তে সম্পূর্ণ সুখ ও আনন্দে বাস করতে পারি।

নির্দোষ জন **(**ঈসা**)** দোষীদের **(**আপনি এবং আমি**)** জন্য মারা গিয়েছিলেন, যাতে দোষীরা ক্ষমা পেতে পারে এবং পৃথিবীতে আমাদের মৃত্যুর পর চিরকাল ধরে নিখুঁত আনন্দে আল্লাহের সাথে বেহেস্তে বসবাস করতে পারে।

আর কোনো নাম নেই: https://vimeo.com/924125840